হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৯৩৬/১৯৯৫

মোঃ জাকির হোসেন

------ সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------ প্রতিবাদী

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই।

------ আসামী-দরখাস্তকারীপক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------ রাষ্ট্রপক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৯.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২২.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-৭৪/১৯৯৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৭.১৯৯৫ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা কর্তৃক জি. আর. মামলা নং- ৬০১৩/১৯৯২ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৩.০৪.১৯৯৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী- মোঃ জাকির হোসেনকে দন্ডবিধির ৪১১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে উক্ত ধারায় ০১ (এক) বছর ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত-আসামী ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-৭৪/১৯৯৫ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৭.০৭.১৯৯৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অত্র আসামী-আপীলকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে, রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মহানগর ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা কর্তৃক জি, আর মোকদ্দমা নং-৬০১৩/৯২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.০৪.১৯৯৫ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন এইযে, ৩-১১-৯২ ইং তারিখ দিনগত রাতে বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন টেলিকম প্রকল্পের কমলাপুর রেল প্রশাসন ভবনের সামনে টেলিকম ভবনের নীচতলার ষ্টোর রুমের পিছনের জানালার গ্লাস ও গ্রীল ভেংগে প্রবেশ করে চোরেরা ষ্টোরে রক্ষিত বর্ণিত মালামাল নিয়ে যায়। যাহার আনুমানিক মূল্য ৪, ৫৭, ৪৮৪/১০ (চার লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত চুরাশি টাকা দশ পয়সা) টাকা । বর্ণিত মালামাল ভোলকার ক্যারেক মনিটর ১টি, ও টি, ডি, আর, মেশিন প্রিন্টার একটি, ডিজিটাল টেলিফোন ১টি, মবিল ২৫ লিটার, ডিজেল ২৫ লিটার, পতিত পানি ১ লিটার, ২-স্পেয়ার ইনডোর ক্যাবল ৭০ মিটার, ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার ৫ ইঞ্চি ৫টি, মোলগ্রীপ ৫টি, সার্পেনিং স্টোন ২টি, ষ্টীল কাবার ৫টি, এডজাস্টাবল স্পেনার ৪টি, হ্যাযার ($\frac{১}{৪}$ পাঃ) ২টি, হ্যামার সার্পেনিং স্টোন ২টি, ষ্টীল কাবার ৫টি, এডজাস্টবল স্পেনার ৪টি, হ্যাযার ৮ পাঃ) ২টি, হ্যামার ($১\frac{১}{২}$ পাঃ) ৫টি, চিভেল ফ্লাট ফার্ম হাতল বিহীন ১টি, হাফস ফ্রেম ১২ ইঞ্চি ২ টি, কোদাল ষ্টীলের ২টি, বার ক্রো প্লেইন রাউন্ড (৫ইঞ্চি-৬ইঞ্চি) ১টি, কনটেইনার ৩টি, কবজা ($১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি) ৩০০টি আলতারা ১৫ টি, স্ক্রু ($\frac{১}{২}$ ইঞ্চি) ২০ গ্রাম। যাহা চুরি গিয়াছে। অভিযোগকারী অতঃপর থানায় এজাহার করেন। এইভাবে অত্র মামলার উদ্ভব হয়। ফৌজদারী কার্য বিধি আইনের ২৪২ ধারা মতে আসামী জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে দন্ড বিধি আইনের ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারায় এবং আসামী নাসির ও সিরাজের বিরুদ্ধে দন্ড বিধি আইনের ৪৫৭/৩৮০ ধারায় অভিযোগ গঠন করে পড়ে শুনান হলে আসামীগন নিজেদের নির্দোষ বলে দাবী করেও বিচার প্রার্থী। বাদী পক্ষের সাক্ষ্য শেষে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৩৪২ ধারা মতে আসামীদের জিজ্ঞাসা করা হলে আসামীগন নিজেদের নির্দোষ বলে দাবী করে। সাফাই সাক্ষী দিবে না এবং তাদের কোন বক্তব্য নাই বলে জানায়।

আসামী পক্ষের বক্তব্য হলো-আসামীগন চুরি করেনি। আসামীদের হেফাজত থেকে কোন মালামাল উদ্ধার হয়নি। বাদী পক্ষের মামলা মিথ্যা।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বিচার্য বিষয়ঃ

১। আসামীগন দন্ডনীয় অপরাধ করার উদ্দেশ্যে রাত্রি বেলায় অনধিকার ভাবে গৃহে প্রবেশ করে ছিল কিনা?

২। আসামীগন বাংলাদেশ রেলওয়ের টেলিকম ভবনের নীচ তলার ষ্টোর থেকে মালামাল চুরি করেছে কিনা ?

৩। আসামীদের হেফাজত থেকে চোরাই মালামাল উদ্ধার হয়েছে কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

এক নং সাক্ষী ফারুক তার জবানবন্দিতে বলেন, ১৪-১১-৯২ ইং তারিখে ২৩/১ মীর হাজীর বাগ আজিজের বাড়ীতে আসামী জাকিরের ঘর থেকে দারোগা আবদুর নূর একটি ভর্তি বস্তা এবং একটি ছোরা উদ্ধার করে। বস্তার ভিতরে অনেকগুলি যন্ত্রপাতি ছিল। তার সম্মুখে দারোগা সাহেব উক্ত মালামাল জব্দ করে এবং জব্দ তালিকা তৈয়ার করেন। তিনি উক্ত জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেছেন। জেরাতে বলেন তিনি আসামীদের চেনেন না। আসামী জাকিরকে পূর্ব থেকে চিনতেন না এবং উদ্ধারের সময় ও দেখেন নাই। সত্য নহে যে, তিনি কোন ঘটনা দেখেন নাই এবং পুলিশের কথামত স্বাক্ষর করেছেন আসামী পক্ষের জেরাতে সাক্ষী উক্ত জবাব দেন।

২ নং সাক্ষী রেজাউল করিম খান তার জবানবন্দিতে বলেন, ০৪-১১-৯২ তারিখে কমলাপুর তার অফিসে আসেন। তিনি এবং নুরুল হক ডিজেল রাখার জন্য ষ্টোরে যান। তালা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখেন মালামাল ঢুকে এলোমেলো এবং জানালার কাচ ভাংগা ও গ্রীল ভাংগা। ষ্টোর মুন্সি নুরুল হকের সহায়তায় রেজিষ্টারের সংগে মিলায়ে দেখেন নিম্ন মালামাল চুরি গিয়েছে। ভোলকার ক্যারেক মনিটর একটি, ও টি, ডি, আর, মেশিন ১টি, ডিজিটাল টেলিফোন সেট ১টি, মবিল ২৫ লিটার, ডিজেল ২৫ লিটার, পতিত পানি ১ লিটার ২-পেয়ার ইনডোর ক্যাবল ৭০ মিটার, ফিলিপ্স ক্রু ড্রাইভার ৫ ইঞ্চি ৫টি, মোলগ্রীপ ৫টি, সার্পেনিং স্টোন ২টি, ষ্টীল কাবার ৫টি, এডজাস্টাবল স্পেনার ৪টি, হ্যাযার ($\frac{১}{৪}$ পাঃ) ২টি, হ্যামার ($১\frac{১}{২}$ পাঃ) ৫টি, চিভেল ফ্লাট ফার্ম ২ টি, হ্যাক্রা ফ্রেম ২ টি, বারক্রো প্লেইন রাউন্ড ১টি, কনটেইনার ৩টি, কবজা ($১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি) ৩০০টি আলতারা ১৫ টি, স্ক্রু ($\frac{১}{২}$ ইঞ্চি) ২০ গ্রোস। সর্বমোট ৪,৫৭,৪৮৪/১০ টাকার মালামাল চুরি গিয়াছে। ০৩.১১.৯২ তারিখ দিবাগত রাত এবং ৪.১১.৯২ তারিখে ভোর ছয় ঘটিকার মধ্যে স্টোর হইতে চুরি গিয়াছে। ৪-১১-৯২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা ভোলকার - ক্যারেড কি বোর্ড ১টি, ভোলকার ক্যারেকার ম্যানুয়েল বই ১টি, ভোলকার ক্যারেড পার্কিং কার্টুন ১টি, ও, টি, ডি, আর, এর মেশিন পিন্টার এর পাওয়ার কার্ড এবং ও, টি, ডি, মেশিন পিন্টার এর প্যাকিং কার্টুন সিজ করেন। তিনি উক্ত সিজার লিষ্টে স্বাক্ষর করেছেন। তিনি সিজকৃত মালামাল জিম্বায় নিয়েছেন। ১৪-১১-৯২ ইং তারিখে তদন্তকারী দারোগা নুর তাকে এবং মোশাররফ হোসেনকে সংগে নিয়ে ডেমরা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থানায় ৩২/১ (ক) মিরহাজীবাগ আঃ আজিজের বাড়ীতে যান। ভাড়াটিয়া আসামী জাকির হোসেনের বাসা তল্লাশী করে খাটের নীচ থেকে প্লাষ্টিকের বস্তা উদ্ধার করেন। উক্ত বাসা থেকে ও, টি, ডি, আর, মেশিনের প্রিন্টার সার্কিড যন্ত্রাংশ দুইটি, ছয়টি মেশিনের কাটা অংশ, ভোলকার ক্যারেক মনিটরের পাওয়ার কার্ড উদ্ধার করেন। তিনি এবং মোশাররফ হোসেন মালামাল সনাক্ত করেন তিনি সিজার লিষ্টে স্বাক্ষর করেছেন। *৩নং সাক্ষী আবদুস ছাত্তার তার জবানবন্দিতে বলেন ৪-১১-৯২ তারিখ সকাল ৮-০০ ঘটিকায় টংগি থেকে ডিজেল নিয়ে আসেন। তিনি ডিজেল কনটেইনার নিয়ে ষ্টোরে যান এবং মালামাল এসে এলোমেলো দেখেন। ষ্টোর রুমের জানালার কাঁচ ও লোহার গ্রীল ভাংগা দেখেন। রেজাউল ও নুরুল হক ষ্টোর হইতে চুরি যাওয়া মালামালের লিষ্ট তৈয়ার করেন। পরে শুনেছেন কিছু মালামাল উদ্ধার হয়েছে।* *৪ নং সাক্ষী এ, এস, এম, মোশাররফ হোসেন তার জবানবন্দিতে বলেন ৪-১১-১২ তারিখ সকাল ৮-০০ ঘটিকায় তিনি অফিসে এসে সংবাদ শুনে ষ্টোরে যান। ষ্টোর রুমের ভিতরে মালামাল এলোমেলো অবস্হায় দেখেন । ষ্টোর রুমের পশ্চিম সাইডের জানালার কাঁচ ও লোহার গ্রীল ভাংগা দেখেন। বাদি রেজাউল ও ষ্টোর মুন্সি রেজিষ্টার মিলায়ে চুরি যাওয়া মালামালের তালিকা তৈয়ার করেন। ৪-১১-৯২ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা স্টোরের এলোমেলো মালামালের সিজার লিষ্ট তৈয়ার করেন। তিনি সিজার লিষ্টে স্বাক্ষর করেছেন। ষ্টোর থেকে ৪,৫৭,৪৮৪/১০ (চার লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত চৌ রাশী টাকা দশ পয়সা) টাকার মালামাল চরি গিয়েছে। ৩-১১-৯২ তারিখ দিবাগত রাত থেকে ৪-১১-৯২ তারিখ ভোরের পূর্বে ষ্টোর থেকে মালামাল গ্রীল ভেংগে চুরি করেছে। ১৪-১১-৯২ তারিখে রেজাউল সাহেব সহ তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার সংগে ডেমরা থানায় ৩২/১(ক) নং মিরহাজীবাগ আবদুল আজিজ সাহেবের বাড়ীতে যান। তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের সম্মুখে আসামী জাকির হোসেনের কক্ষে খাটের নীচ হইতে প্লাষ্টিকের বস্তা উদ্ধার করেন। উক্ত বস্তা থেকে চোরাই যাওয়া দুইটি ও, টি, ডি, আর, মেসিনের প্রিন্টারের ভিতরের যন্ত্রাংশ, ছয়টি ওটিডিআর মেশিনের কাটা অংশ এবং ভোল্টার ক্যারেট মনিটরের পাওয়ার কর্ড উদ্ধার করেন।* *৫ নং সাক্ষী নুরুল হক তার জবানবন্দিতে বলেন ৪-১১-৯২ তারিখ সকালে তিনি এবং সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলী রেজাউল করিম ষ্টোরের তালা খুলে কক্ষে ঢুকে দেখেন মালামাল এলোমেলো। স্টোরের পশিচম পার্শ্বের জানালার গ্লাস ও গ্রীল ভাংগা। তিনি ও জেরাউল করিম রেজিষ্টার সংগে ষ্টোরের মালামাল মিলায়ে দেখেন ষ্টোরে চুরি হয়েছে। ১৪-১১-৯২ তারিখে মতিঝিল থানার পুলিশ ডেমরা থানার মিরহাজিরবাগ ৩২/১(ক) আবদুল আজিজের ভাড়াটিয়া জাকিরের কক্ষ থেকে কিছু মালামাল উদার করেছে। ৩-১১-৯২ তারিখ দিবাগত রাতে ষ্টোর থেকে চুরি হয়েছে। জেরাতে বলেন, তিনি মালামাল চুরি যেতে দেখেন নাই এবং*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উদ্ধার হতেও দেখেন নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা ষ্টোর রেজিষ্টার সিজ করেন নাই। সম্পূর্ন ষ্টোরের মালামাল মাসে দুই বার হিসাব করেন। আসামী পক্ষের সাজেশনের জবাবে তিনি সত্য নহে বলে জানান। আর এক সাজেশনে বলেন সত্য নহে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তাকে রেজিষ্টার দেখাইলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসত। *৬ নং সাক্ষীকে বাদি পক্ষ টেন্ডার ঘোষনা করেন। জেরাতে বলেন তিনি ঘটনা ঘটতে দেখেন নাই ।* *৭নংসাক্ষী আবদুর নুর তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি তদন্ত করেছেন। জব্দ তালিকা তৈয়ার করেছেন। ১৪-১১-৯২ ইং তারিখে ডেমরা থানার ৩২(১)(ক) নম্বর বাড়ীর ভাড়াটিয়া জাকির হোসেনের কক্ষের ভিতর খাটের নিচ হইতে একটি প্লাষ্টিকের বস্তা ভর্তি চোরাই মালামাল যাহা জব্দ তালিকায় বর্ণিত উদ্ধার করেছেন। সাক্ষীদের সম্মুখে তল্লাশী করেছেন ও জব্দ তালিকা তৈয়ার করেছেন। তদন্ত শেষে অভিযোগ পত্র দাখিল করেছেন। জেরাতে বলেন ঘটনাস্থল মতিঝিল থানা এলাকাধীন আসামী জাকিরের হেফাজত থেকে চোরাই মালামাল উদ্ধার করেন। চোরাই মালামাল উদ্ধারের সময়ে আসামী জাকির উপস্থিত ছিল না। আসামী পক্ষের প্রশ্নের জবাবে বলেন সত্য নহে যে, ইচ্ছামত জব্দ তালিকা তৈয়ার করেছেন এবং উদ্ধারের সময়ে সাক্ষীগন ছিল না পরে জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর নিয়েছেন।* *২নং সাক্ষী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ষ্টোরে ঢুকে দেখেন জানালার গ্রীল ভাংগা এবং মালামাল এলোমেলো। রেজিষ্টারের সংগে মিলায়ে চোরাই যাওয়া মালামালের তালিকা তেয়ার করেন। ৪,৫৭,৪৮৪/১০ টাকার মালামাল চুরি হয়েছে। ৩নং সাক্ষী ও তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ষ্টোরে গিয়ে দেখেন মালামাল এলোমেলো অবস্হায় পরে আছে। জানালার গ্রীল ভাংগা। রেজিষ্টার মিলায়ে দেখেন মালামাল চুরি হয়েছে। ৪নং সাক্ষী ও তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন ষ্টোর রুমে ঢুকে দেখেন মালামাল এলোমেলো অবস্হায় পরে আছে। জানালার গ্রীল ভাংগা। ষ্টোর থেকে ৪, ৫৭, ৪৮৪/১০ টাকার মালামাল চুরি হয়েছে। ৫নং সাক্ষীও তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ষ্টোরের জানালার গ্রীল ভাংগা দেখেন রেজিষ্টারের সংগে মিলায়ে দেখেন মালামাল চুরি হয়েছে। সকল সাক্ষীই তাদের বক্তব্যে বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ৩-১১-৯২ তারিখ দিনগত রাতে চুরি হয়েছে। সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় সন্দেহাতিতভাবে প্রমানিত হয় কমলাপুর টেলিকম ভবনের ষ্টোর থেকে চুরি হয়েছে।* *ষ্টোরের জানালার গ্রীল ভেংগে রাতে কে বা কাহারা ষ্টোরে ঢুকে এবং ষ্টোর থেকে মালামাল চুরি করে নিয়ে যায় তা কোন সাক্ষী দেখেনি কিংবা তাদের বক্তব্যে কোথাও কোন লোকের নাম বলেনি। সাক্ষীদের বক্তব্য মতে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধি আইনের ৪৫৭ ও ৩৮০ ধারায় অভিযোগ প্রমানিত হয় না। তবে সাক্ষীদের বক্তব্য থেকে সন্দেহাতিতভাবে প্রমানিত হয় ষ্টোর থেকে মালামাল চুরি*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হয়েছে। কোন সাক্ষীই কাহাকেও চুরি করতে দেখেন নাই।

১ নং সাক্ষী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ১৪-১১-৯২ তারিখে ২৩/১ মীর হাজিরবাগ আজিজের বাড়ীতে আসামী জাকিরের ঘর থেকে দারোগা আবদুর নূর একটি ভর্তি বস্তা উদ্ধার করে। বস্তার ভিতরে যন্ত্রপাতি ছিল। তার সম্মুখে জব্দ তালিকা তৈয়ার করেছে এবং তিনি স্বাক্ষর করেছেন। ২নং সাক্ষী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ১৪-১১-১২ তারিখে তিনি ও মোশাররফ হোসেন দারোগা আবদুল নূরের সংগে ডেমরা থানার ৩২/১(ক) নং মির হাজিবাগ আবদুল আজিজের বাড়ীতে যান। ভাড়াটিয়া আসামী জাকির হোসেনের বাসা তল্লাসি করে খাটের নীচ থেকে প্লাষ্টিকের বস্তা উদ্ধার করেন। বস্তায় ও, টি, ডি, আর, মেশিনের প্রিন্টার সার্কিড যন্ত্রাংশ দুইটি, মেশিনের কাটা অংশ ছয়টি, ভোলকার ক্যারেট মনিটরের পাওয়ার কর্ড উদ্ধার করেন। তিনি ও মোশাররফ হোসেন মালামাল সনাক্ত করেন। ৩নংসাক্ষী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন কিছু মালামাল উদ্বারের কথা শুনেছেন। ৪ নং সাক্ষী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, ১৪-১১-৯২ তারিখে রেজাউল সহ তদন্ত কারী কর্মকর্তার সংগে তিনি ডেমরা থানায় ৩২/১(ক) নং মিরহাজীবাগ আজিজ সাহেবের বাড়ীতে যান। তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের সম্মুখে আসামী জাকির হোসেনের কক্ষে কাটের নীচ হইতে প্লাষ্টিকের বস্তা উদ্ধার করেন। উক্ত বস্তা থেকে চোরাই যাওয়া দুইটি ও, টি, ডি, আর, মে শিনের প্রিন্টারের ভিতরের অংশ, ছয়টি ও, টি, ডি, আর, মেশিনের কাটা অংশ এবং ভোলকার ক্যারেট মনিটরের পাওয়ার কার্ড উদ্ধার করেন। ৫ নং সাক্ষী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ১৪-১১-৯২ তারিখে মতিঝিল থানার পুলিশ ডেমরা থানার মিরহাজী বাগ ৩২/১ (ক) আজিজের বাড়ীর ভাড়াটিয়া জাকিরের কক্ষ থেকে কিছু মালামাল উদ্বার করেছে। ৭নং সাক্ষী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ১৪-১১-৯২ তারিখ ডেমরা থানার ৩২/১(ক) নম্বর বাড়ীর ভাড়া টিয়া জাকির হোসেনের কক্ষের ভিতর খাটের নীচ হইতে সাক্ষীদের সম্মুখে প্লাষ্টিকের বস্তা ভর্তি জব্দ তালিকায় বর্ণিত চোরাই মালামাল উদ্ধার করেছেন। স্বাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় সকল সাক্ষীই তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন আসামী জাকিরের কক্ষের খাটের নীচ থেকে চোরাই মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে। জব্দ তালিকা দৃষ্টেও দেখা যায় আসামী জাকির হোসেনের কক্ষের খাটের নীচ বস্তা থেকে চোরাই মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে। সাক্ষীগন পরস্পর পরস্পরের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। সাক্ষীদের বক্তব্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সাক্ষীগণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করেছেন আসামী জাকির হোসেনের হেফাজত থেকে চোরাই মালামাল উদ্ধার হয়েছে।

অতএব, আদেশ হলো ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২৪৫ (২) ধারা মতে আসামী জাকির হোসেনকে দন্ড বিধি আইনের ৪১১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এক বৎসর ছয় মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো। আসামী জাকির হোসেন যেদিন আদালতে আত্মসমর্পন করবে বা গ্রেপ্তার হবে সেদিন থেকে এই আদেশ কার্যকর হবে। আসামী নাসির উদ্দিন ও সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত না

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হওয়ায় ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২৪৫(১) ধারা মতে দন্ড বিধি ইনের ৪৫৭/৩৮০ ধারার অভিযোগ থেকে তাহাদের খালাস দেওয়া গেল।

স্বা/-অস্পষ্ট
২৩.০৪.৯৫
মোঃ আবুল হোসেন
মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট,
ঢাকা।''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-৭৪/১৯৯৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৭.১৯৯৫ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

''মামলার বিবরন সংক্ষিপ্তাকারে এই যে ৩-১১-৯২ ইং তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে আত্ততাধীন টেলিফোন প্রকলেপর কমলাপুর রেল প্রশাসন ভবনের সামনে টেলিকম ভবনের নীচ তলার ষ্টোর রুমে চুরি সংঘটিত হয় । চোরেরা উক্ত রুমের পিছেনর জানালার গ্লাস ও গ্রীল ভেংগে স্টোরে রক্ষিত এজাহারে উল্লেখিত মালামাল যাহার আনুমানিক মুল্য ৪,৫৭,৪৮৪.১০ টাকার মালামাল চুরি করিয়া লইয়া যায়।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামী জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ৪৫৭/৩৮০/৪১১ ধারায় চার্জ গঠন পূর্বক বিজ্ঞ এম, এম, রাষ্ট্রপক্ষ প্রদত্ত ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তর্কিত রায় প্রদান করিলে আসামী ক্ষুব্ধ হইয়া দণ্ডাদেশ বেআইনী এবং রক্ষনীয় নহে মর্মে অজুহাতে অত্র আপীল মোকদ্দমা আনয়ন করে।

বিবেচ্য বিষয় :-

তর্কিত রায় ও দণ্ডাদেশ রদ যোগ্য কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

রাষ্ট্র পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে অধিনস্ত কমলাপুর রেলওয়ে প্রশাসন ভবনের টেলিফোন ভবনের নিচ তলার স্টোরে মালামাল গত ৩-১১-৯২ ইং তারিখে উক্ত রুমের জানালা গ্লাস ও গ্রীল ভেংগে চুরি হয়। যাহার আনুমানিক মূল্য ৪,৫৭,৪৮৪.১০ টাকা । এজাহারে চুরি যাওয়া মালামালের বর্ণনা নিম্নরূপ :- (১) ভোলকার ক্যারেক মনিটর ১টি, (২) ও, টি, ডি, আর, মেশিন প্রিনটার-১ টি, (৩) ডিজিটাল,টেলিফোন-১টি, (৪) মবিল- ২৫ লিটার, (৫) ডিজেল - ২৫ লিটার, (৬) পতিত পানি- ১ লিটার (৭) ২-পেয়ার ইনডোর ক্যাবল-৭০ মিটার (৮) ফিলিপস স্ক্রু ডাইভার (৫")-৫টি, (৯) মোল গ্রীপ-৫টি, (১০) সার্পেনিং স্টোন-২টি, ((১১) স্টীল কাটার-৫টি, (১২) এডজাস্টবেল পেনার-৪ বিট, (১৩) হ্যামার পাঃ ২টি, (১৪) হ্যামার ১$\frac{১}{২}$ পাঃ ৫টি, (১৫) ডিজেল ফ্লার্ট ফার্ম হাতল বিহীন-১টি, (১৬) হাফল ফ্রেম ১২"-২টি (১৭) কোদাম স্টিলের ২টি, (১৮) বারক্রোপ্লেই রাউন্ড ৫'-৯"-১ টি (১৯) কনটেইনার ১ টি ছোট

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২ টি বড় -৩টি, (২০) কবজা ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি- ৩০০টি (২১) আলতারা ১৫টি, ((২২) স্ক্রু ৫ মিঃ ২৮ লিঃ $\frac{১}{২}$ " ২০ গ্রোস । *অত্র মোকদ্দমায় আরো অভিযোগ করা হয় যে চোরাইকৃত মালামালের মধ্যে কিছু মালামাল দন্ডপ্রাপ্ত আসামীর ঘর হইতে উদ্ধার করা হয় । জব্দ তালিকা অনুসারে জব্দকৃত মালামালের বর্ননা নিম্নরূপ যাহা জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-১ এবং প্রদর্শনী - ২ হইতে দেখা যায় । (১) একটি প্লাস্টিকের বস্তা, (২) দুইটি ও, টি, ডি, আর মেশিন প্রিন্টার এর ভিতর যন্ত্রাংশ ও ও, টি, ডি, আর মেশিন প্রিন্টার এর কাঠামোর অংশ ৬টি, (৩) ভোলকার ব্যারেক মনিটর এর পাওয়ার কল।* *পি, ডব্লিউ-২ মোঃ রেজাউল করিম খান উর্ধ্বতন উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক এজাহার প্রমান হয় যাহা প্রদর্শনী-৩ হিসাবে চিহ্নিত হয় । তিনি এজাহারে বর্নিত মালামাল ষ্টোর হইতে চুরি যাওয়ার বর্ণনা উল্লেখ করিয়া সাক্ষ্য দেন। পি,ডব্লিউ-৩ আবদুস সাত্তার ৯ পি, ডব্লিউ-৪, পি, ডব্লিউ-৫ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মচারীগন এজাহারে উল্লেখিত মালামাল স্টোর হইতে চুরি হওয়ার বিষয় স্বীকার করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। তদুপরি অভিযোগ মতে চুরি অনুষ্ঠিত হয় নাই বা উল্লেখিত মালামাল চুরি করা হয় নাই। এই রূপ কোন সাজেশন বা মোকদ্দমার এ আসামী পক্ষ রাখে নাই।* *অভিযোগ অনুসারে আপীলকারী আসামীর ঘর হইতে উল্লেখিত চোরাই মাল উদ্ধার হয় কিনা উহাই একমাত্র বিবেচনার বিষয়। দণ্ড বিধির ৪১১ ধারায় বিজ্ঞ নিম্নাদালত আসামীকে সাজা প্রদান করেন। জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-১ এবং ২ হইতে দেখা যায় যে উহাতে উল্লেখিত মালামালগুলি আসামী জাকির হোসেনের ভাড়াটিয়া রুমের থেকে উদ্ধার করা হয়। জব্দ তালিকার সাক্ষী ফারুক পি,ডব্লিউ-১ অত্র মোকদ্দমায় পরীক্ষিত হয়। যিনি জব্দ তালিকায় তাহার প্রদত্ত স্বাক্ষর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রমান করেন। এজাহারকারী পি, ডব্লিউ-২ আসামী জাকির হোসেনের ভাড়াটিয়া ঘর হইতে কিছু চোরাই মাল উদ্ধার করেন মর্মে এজাহারের বর্ননা সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দেন। পি, ডব্লিউ-২ সিজার লিস্টের সাক্ষী তাহাকে সংগে নিয়া তদন্ত কারী দারোগা আসামী জাকিরের ঘর হইতে জব্দ তালিকায় উল্লেখিত মাল উদ্ধার করেন মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন। পি,ডব্লিউ-৪ মোশারফ হোসেন আসামীর ঘর তল্লাশির সময় সরজমিনে হাজির ছিলেন মর্মে তাহার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন। পি,ডব্লিউ-৭ তদন্ত কর্মকর্তা চোরাই মাল জব্দ তালিকা মতে আসামী জাকিরের ঘরের খাটের নিচ ইহতে উদ্ধার করেন মর্মে সাক্ষ্য দেন। উল্লেখিত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য নিরপেক্ষ এবং নির্ভর যোগ্য বলিয়া মনে করি। তাহাদের সাক্ষ্যে জেরাতে উল্লেখিত বর্ননার সহিত কোন গড়মিল বর্ননা লক্ষ্য করা যায় না। জব্দ তালিকায় উল্লেখিত মালামাল গুলি আসামীর ঘর ইহতে উদ্ধার করা হয় নাই এই মর্মেও বিবেচনা যোগ্য কোন সাজেশন আসামীর পক্ষে রাখা হয় নাই। এইরূপ অবস্হার পরিপ্রেক্ষিতে জব্দ তালিকায় উল্লেখিত মালামাল আসামী*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ঘর হইতে উদ্ধার হয় মর্মে সহজেই ধরিয়া নেওয়া যায়। জব্দ তালিকায় উল্লেখিত মালামাল চোরাই বলিয়া উল্লেখ করা হয়। উদ্ধারের পর উক্ত মালামাল জিম্মানামা মূলে বাদীকে ফেরত প্রদান করা হয় যাহা প্রদর্শনী-৫ হইতে দেখা যায়। জব্দ তালিকায় উল্লেখিত মালামাল গুলি সার্বিক আলোচনার আলোকে অভিযোগমতে স্টোর হইতে চুরি যাওয়া মালের অংশ বিশেষ বলিয়া অবিশ্বাস করার তেমন কোন কারন থাকে না। যেহেতু জব্দ তালিকায় উল্লেখিত মালামালগুলি আসামীর ঘর হইতে উদ্ধার হয় সেহেতু উক্ত মালামাল তাহার ঘরে থাকার কারন ব্যাখ্যার দায়িত্ব আসামীর উপরই বর্তাইয়াছে। আসামী উক্তরূপ মালামাল দখলে রাখার সন্তোষজনক বা কোনরূপ কারন ব্যাখ্যা করে নাই। এইরূপ অবস্হার পরিপ্রেক্ষিতে আসামী চোরাই মাল তাহার নিজ দখলে রাখিয়া অভিযোগমতে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া চূড়ান্ত অভিমত পোষন করি। বিজ্ঞ নিম্নাদালত সার্বিক আলোচনায় দণ্ড বিধির ৪১১ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ আসামী কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে মর্মে সিদ্ধান গ্রহন করিয়া যে দণ্ডাদেশ প্রদান করেন উহা কোন ক্রমেই ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া দেখা যায় না। এক্ষেত্রে তর্কিত রায় ও দণ্ডাদেশ আইনানুগ হেতু উহাতে হস্তক্ষেপ করার কোন কারন দেখি না। অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে নামঞ্জুর হয়। তর্কিত রায় ও দণ্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল হয়।

আমার জবানীতে টাইপকৃত এবং আমার দ্বারা সংশোধিত।

স্বা/- মোঃ শফিউদ্দিন
অতরিক্ত দায়রা জজ,
৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা।

স্বা/- মোঃ শফিউদ্দিন
অতরিক্ত দায়রা জজ,
৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা।
১৭.০৭.১৯৯৫।''

প্রসিকিউশনপক্ষের একজন সাক্ষীও ষ্টোর থেকে মালামাল চুরি যেতে দেখেন নাই। এমনকি চোরাইকৃত মালামাল উদ্ধার হতেও দেখেন নাই। জব্দ তালিকার একজন সাক্ষীও আসামী জাকিরের ঘর হতে মালামাল উদ্ধার হতে দেখেন নাই।

সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, এজাহারকারী অত্র দরখাস্তকারীকে হয়রানী করার হীনমানষে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪১১ ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত সঠিকভাবে দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং- ৭৪/১৯৯৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৭.১৯৯৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হলো। অত্র মামলার সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী- মোঃ জাকির হোসেন, পিতা- মৃত ইউনুছ তালুকদার, সাং-৩২/১এ মীরহাজিরবাগ, থানা- ডেমরা, জেলা- ঢাকাকে দন্ডবিধির ৪১১ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারদেরকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ